IS BELLADONNA USED IN FEVER ONLY

জ্বরে শুধুই কি বেলেডোনা

(জ্বরের চিকিৎসা শিখুন)

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচীপত্র

1.	Abrotanum (এব্রোটেনাম)	৩৫
2.	Acid Acetic (এসিড এসেটিক)	৩৫
3.	Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	৩৬
4.	Aesculus Glabra (ইস্কিউলাস গ্লেবরা)	৩৭
5.	Agaricus Muscarius (এগারিকাস মস্কোরিয়াস)	৩৭
6.	Agnus Castus (এগনাস ক্যাস্টাস)	৩৮
7.	Ailanthus Glandulosa (এইল্যান্থাস গ্রান্ডুলোসা)	৩৮
8.	Allium Cepa (এলিয়াম সিপা)	৩৯
9.	Allium Sativum (এলিয়াম স্যাটাইভাম)	৩৯
10.	Aloe Socotrina (এলো সকোট্রিনা)	৩৯
11.	Alumina (এলুমিনা)	৪০
12.	Ammonium Carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম)	৪০
13.	Ammonium Muriaticum (অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম)	৪১
14.	Ambrosia artemisia (অ্যামব্রোসিয়া আর্টিমিসিয়া)	৪২
15.	Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	৪২
16.	Angustura Vera (এঙ্গাস্টিউরা ভেরা)	৪৩
17.	Antimonium Crudum (এন্টিম ক্রুড)	৪৩
18.	Antimonium Tart (এন্টিম টার্ট)	৪৪
19.	Apis Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	৪৪
20.	Argentum Metallicum (আর্জেন্টাম মেটালিকাম)	৪৫
21.	Argentum Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	৪৬
22.	Arnica Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	৪৬
23.	Arsenicum Iodatum (আর্সেনিক আয়োডেটাম)	৪৭
24.	Arsenicum Album (আর্সেনিক এল্বাম)	৪৭
25.	Arundo Mauritanica (এরান্ডো মরিট্যানিকা)	৪৮
26.	Asafoetida (এসাফিটিডা)	৪৯
27.	Asarum Europaeum (এসারাম ইউরোপাম)	৪৯
28.	Asclepias Tuberosa (এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা)	৫০
29.	Asterias Rubens (এস্টিরিয়াস রিউবেন্স)	৫০
30.	Aurum Metallicum (অরাম মেটালিকাম)	৫১

31.	Baptisia Tinctoria (ব্যাপটিসিয়া টিংটুরিয়া)	৫১
32.	Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বনিকা)	৫২
33.	Baryta Muriatica (ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা)	৫২
34.	Belladona (বেলেডোনা)	৫২
35.	Benzoic Acid (বেঞ্জয়িক এসিড)	৫৩
36.	Berberis Vulgaris (বার্বেরিস ভালগেরিস)	৫৪
37.	Bismuthum Oxidum (বিসমাথ অক্সিডাম)	৫৪
38.	Boletus laricis (বোলেটাস ল্যারিসিস)	৫৫
39.	Borax (বোরাক্স)	৫৫
40.	Bovista (বোভিস্টা)	৫৬
41.	Bromium (ব্রোমিয়াম)	৫৬
42.	Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়া এ্যাল্বম)	৫৭
43.	Bufo Rana (বিউফো রানা)	৫৮
44.	Caladium Saguinum (ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম)	৫৮
45.	Calc Arsenica (ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা)	৫৯
46.	Calcarea causticum (ক্যালকেরিয়া কস্টিকাম)	৫৯
47.	Calc Fluorata (ক্যালকেরিয়া ফ্লোরেটা)	৬০
48.	Calc Sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	৬০
49.	Calc Carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৬১
50.	Calendula officinalis (ক্যালেণ্ডুলা অফিসিনালিস)	৬১
51.	Campora Officinalis (ক্যাম্ফর অফিসিনেলিস)	৬২
52.	Cantharis Versicatoria (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৬২
53.	Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)	৬৩
54.	Carboneum Acid (কার্বোলিক এসিড)	৬৪
55.	Carb Animalis (কার্ব্বো অ্যানিমেলিস)	৬৪
56.	Carboneum Sulpuratum(কার্বোনিয়াম সালফ)	৬৫
57.	Carboneum Vegetabilis(কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	৬৫
58.	Causticum (কস্টিকাম)	৬৬
59.	Cedron (সিড্রন)	৬৭
60.	Chamomilla (ক্যামোমিলা)	৬৭
61.	Chelidonium Majus (চেলিডোনিয়াম মেজাস)	৬৮
62.	Chininum Arsenicosum (চিনিনাম আর্সেনিকোসাম)	৬৯

63.	Chininum Sulphuricum (চিনিনাম সালফ)	৬৯
64.	China (চায়না)	৭০
65.	Chlorum (ক্লোরাম)	৭১
66.	Cicuta Virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	৭১
67.	Racemosa Cimicifuga or Actaea Racemosa (সিমিসিফিউগা রেসিমোসা বা একটিয়া রেসিমোসা)	৭১
68.	Cimex Acanthia (সাইমেক্স একান্থিয়া)	৭২
69.	Cina Maritima (সিনা ম্যারিটিমা)	৭২
70.	Clematis Erc (ক্লিমেটিস ইরেক্টা)	৭৩
71.	Cobaltum (কোবাল্টাম)	৭৩
72.	Coccinella Septempunctata (কোকিনেলা সেপ্টেমপাঞ্চটেটা)	৭৪
73.	Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	৭৪
74.	Coffea Cruda (কফিয়া ক্রুডা)	৭৫
75.	Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	৭৬
76.	Colocynthis (কলোসিন্থ)	৭৬
77.	Conium Maculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	৭৭
78.	Corallium Rubrum (কোরালিয়াম রুব্রাম)	৭৮
79.	Cornus florida (কর্ণাস ফ্লোরিডা)	৭৮
80.	Cornus Circinata (কর্নাস সার্সিনেটা)	৭৯
81.	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভা)	৭৯
82.	Crotalus Horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	৮০
83.	Croton Tiglium (ক্রোটন টিগলিয়াম)	৮০
84.	Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	৮১
85.	Curare Woorani (কুরারী ওরানি)	৮১
86.	Cyclamen Europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	৮২
87.	Digitalis Purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	৮২
88.	Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া)	৮৩
89.	Dulcamara (ডালকামারা)	৮৩
90.	Echinacea Rudbeckia (ইচিনেসিয়া রাডবেকিয়া)	৮৪
91.	Elaps Corallinus (ইল্যাপ্স কোরালিনাস)	৮৪
92.	Eupatorium perfoliatum (ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম)	৮৫

93.	Eupatorium Purpureum (ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম)	৮৫
94.	Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	৮৬
95.	Euphrasia Officinallis (ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস)	৮৬
96.	Ferrum Arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকোসাম)	৮৭
97.	Ferrum Iodatum (ফেরাম আয়োডেটাম)	৮৭
98.	Ferrum Phosporicum (ফেরাম ফসফরিকাম)	৮৮
99.	Ferrum Metalicum (ফেরাম মেটালিকাম)	৮৮
100.	Floric Acid (ফ্লোর এসিড)	৮৯
101.	Gambogia (গ্যাম্বোজিয়া)	৮৯
102.	Gelsemium Sempervirens (জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেন্স)	৯০
103.	Glonoine (গ্লোনইন)	৯০
104.	Graphites (গ্রাফাইটিস)	৯১
105.	Guarea (গুয়ারিয়া)	৯১
106.	Helleborus Niger (হেলিবোরাস নাইজার)	৯২
107.	Helonius Dioica (হেলোনিয়াস ডায়োয়িক)	৯৩
108.	Hepar Sulphuris (হিপার সালফিউরিস)	৯৩
109.	Hydrocyanic Acid (হাইড্রোসিয়ানিক এসিড)	৯৪
110.	Hyoscyamus (হায়োসায়েমাস)	৯৪
111.	Ignatia (ইগ্নেসিয়া)	৯৫
112.	Iodium (আয়োডিয়াম)	৯৬
113.	Ipecac (ইপিকাক)	৯৭
114.	Iris Versicolor (আইরিস ভার্সিকোলার)	৯৭
115.	Kali Arsenicosum (কেলি আর্স)	৯৮
116.	Kali Bichromicum (ক্যালি বাইক্রোমিকাম)	৯৮
117.	Kali Carbonicum (ক্যালি কার্বোনিকাম)	৯৯
118.	Kali Chlor (ক্যালি ক্লোরেটাম)	১০০
119.	Kali Iodatum (ক্যালি আয়োডেটাম)	১০০
120.	Kali Nitricum (ক্যালি নাইট্রিকাম)	১০১
121.	Kali Phosphoricum (ক্যালি ফসফরিকাম)	১০১
122.	Kali Sulphuricum (ক্যালি সালফিউরিকাম)	১০২

123.	Kalmia Latifolia (ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া)	১০৩
124.	Kreosotum (ক্রিয়োজোটাম)	১০৩
125.	Lac Caninum (ল্যাক ক্যানাইনাম)	১০৪
126.	Lachesis (ল্যাকেসিস)	১০৪
127.	Lachnanthes Tinctoria (ল্যাকন্যান্থিস টিংকটোরিয়া)	১০৫
128.	Lactuca Virosa (ল্যাকটিউকা ভিরোসা)	১০৫
129.	Laurocerasus (লরোসারেসাস)	১০৬
130.	Lecithin (লেসিথিন)	১০৬
131.	Ledum Pal (লিডাম পাল)	১০৭
132.	Leptandra Virginica (লেপ্ট্যান্ডা ভার্জিনিকা)	১০৭
133.	Lobelia Inflata (লোবেলিয়া ইনফ্লেটা)	১০৮
134.	Lycopodium (লাইকোপোডিয়াম)	১০৮
135.	Lyssin or Hydrophobinum (লাইসিন বা হাইড্রোফোবিনাম)	১০৯
136.	Magnesia Carbonica (ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা)	১০৯
137.	Magnesia Muriatica (ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা)	১১০
138.	Magnesia sulphurica (ম্যাগ্নেসিয়া সালফিউরিকা)	১১১
139.	Mancinella Venenata (ম্যানসিনেলা ভেনেনাটা)	১১১
140.	Manganum Aceticum (ম্যাঙ্গেনাম এসেটিকাম)	১১২
141.	Medorrhinum (মেডোরিনাম)	১১২
142.	Menyanthes Trifoliata (মিনিয়্যান্থিস ট্রাইফোলিয়েটা)	১১৩
143.	Merc Corrosivus (মার্ক কর)	১১৩
144.	Mercurius Vivus (ভাইবাস) (মার্ক-সল)	১১৪
145.	Mezereum (মেজেরিয়াম)	১১৫
146.	Millefolium (মিলিফোলিয়াম)	১১৫
147.	Moschus Moschiferum (মস্কাস মস্কিফেরাম)	১১৬
148.	Acid Muriaticum (এসিড মিউরিয়েটিকাম)	১১৬
149.	Natrum Arsenicum (নেট্রাম আর্সেনিকাম)	১১৭
150.	Natrum Carbonicum (নেট্রাম কার্বোনিকাম)	১১৮
151.	Natrum Muriaticum (নেট্রাম মিউর)	১১৮
152.	Natrum Phosphoricum (নেট্রাম ফস)	১১৯
153.	Natrum sulphuricum (নেট্রাম সালফিউরিকাম)	১১৯

154.	Niccolum Metallicum (নিকোলাম মেটালিকাম)	১২০
155.	Nitricum Acid (নাইট্রিকাম এসিড)	১২১
156.	Nux Moschata (নাক্স মস্কেটা)	১২২
157.	Nux Vomica (নাক্স ভমিকা)	১২২
158.	Oleander (ওলিয়েন্ডার)	১২৩
159.	Opium (ওপিয়াম)	১২৪
160.	Oxalicum Acid (অক্সালিকাম এসিড)	১২৪
161.	Paris Quadrifolia (প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া)	১২৫
162.	Petroleum (পেট্রোলিয়াম)	১২৫
163.	Acid Phosphoricum (এসিড ফসফরিকাম)	১২৬
164.	Phelladrinum Aquaticum (ফেলানড্রিনাম একুয়াটিকাম)	১২৬
165.	Phosphorus (ফসফরাস)	১২৭
166.	Phytolacca (ফাইটোলাক্কা)	১২৮
167.	Platinum Metalicum (প্ল্যাটিনাম মেটালিকাম)	১২৮
168.	Plumbum Metalicum (প্লাম্বাম মেটালিকাম)	১২৮
169.	Podophyllum Peltatum (পডোফাইলাম পেলটেটাম)	১২৯
170.	Psorinum (সোরিনাম)	১২৯
171.	Pulsatilla Nigricans (পালসেটিলা নাইগ্রীকেন্স)	১৩০
172.	Pyrogenium (পাইরোজেন)	১৩১
173.	Ranunculus Bulbosus (র‍্যানানকিউলাস বালবোসাস)	১৩১
174.	Ranunculus Sceleratus (র‍্যানানকিউলাস স্কেলেরেটাস)	১৩২
175.	Raphanus Sativus (র‍্যাফেনাস স্যাটাইভা)	১৩২
176.	Rheum Palmatum (রিয়াম পালমেটাম)	১৩৩
177.	Rhododendron Chrysanthum (রডোডেন্ড্রন ক্রিসেন্থাম)	১৩৩
178.	Rhus Radicans (রাস রেডিকেন্স)	১৩৪
179.	Rhus Tox (রাসটক্স)	১৩৪
180.	Ruta Gravolens (রুটা গ্র্যাভি)	১৩৫
181.	Sabadilla Officinalis (স্যাবাডিলা অফিসিন্যালিস)	১৩৫
182.	Sabina Officinalis (স্যাবাইনা অফিসিন্যালিস)	১৩৬
183.	Sambucus Nigra (সামবিউকাস নায়গ্রা)	১৩৬
184.	Sangunaria Canadensis (স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস)	১৩৭
185.	Sarracenia Purpurea (সারাসিনিয়া পার্পিউরিয়া)	১৩৭
186.	Sarsaparilla Officinalis (সার্সাপ্যারিলা অফিসিন্যালিস)	১৩৭

187.	Secale Cornutum (সিকেল কর)	১৩৮
188.	Selenium Metalicum (সেলেনিয়াম মেটালিকাম)	১৩৮
189.	Senecio Aureus (সেনেসিও অরিয়াস)	১৩৯
190.	Sepia Officinalis (সিপিয়া অফিসিন্যালিস)	১৩৯
191.	Silicea Terra (সাইলেসিয়া টেরা)	১৪০
192.	Solanum Tuberosum aegrotans (সোলেনাম টিউবারোসাম এগ্রোটেন্স)	১৪১
193.	Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়া এনথেলমিয়া)	১৪১
194.	Spongia Tosta (স্পঞ্জিয়া টোস্টা)	১৪১
195.	Squila Hispania or Scilla (সিলা বা স্কুইলা)	১৪২
196.	Stannum Met (স্ট্যানাম মেট)	১৪২
197.	Staphisagria (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)	১৪৩
198.	Stramonium (স্ট্র্যামোনিয়াম)	১৪৪
199.	Strontium Carbonate (স্ট্রন্সিয়াম কর্বোনিকা)	১৪৪
200.	Sulphuricum Acid (সালফ এসিড)	১৪৫
201.	Sulphur (সালফার)	১৪৫
202.	Sumbulus Moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	১৪৬
203.	Taraxacum Officinalis (ট্যারেক্সেকাম অফিসিনালিস)	১৪৭
204.	Tarentula Hispanica (ট্যারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	১৪৭
205.	Teucrium Marum (টিউক্রিয়াম ম্যারাম)	১৪৮
206.	Thuja Occ (থুজা অক্সি)	১৪৮
207.	Trombidium muscae domesticae (ট্রমবিডিয়ম মিউসি ডোমেস্টসি)	১৪৯
208.	Tuberculinum Bovinum (টিউবারকুলিনাম বোভিনাম)	১৪৯
209.	Valeriana Officinalis (ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস)	১৫০
210.	Veratrum viride (ভিরেট্রাম ভিরিডি)	১৫০
211.	Veratrum Album (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	১৫১
212.	Verbascum Thapsus (ভার্বাস্কাম থ্যাস্পাস)	১৫১
213.	Vipera Communis (ভাইপেরা কমিউনিস)	১৫২
214.	Zincum Metallicum (জিঙ্কাম মেটালিকাম)	১৫২

জ্বরের চিকিৎসায় যে কয়টি ওষুধ ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর প্রয়োগ লক্ষণসহ দেওয়া হলো-

1. Abrotanum
(এব্রোটেনাম)

জ্বরের লক্ষণ:

★ প্রকৃতি: বিলেপী জ্বর।

★ উত্তাপ: প্রবল।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ বা রোগের রূপান্তর।

➢ উদরাময়ে উপশম।

➢ ক্ষয়দোষ বা প্রবল ক্ষুধা থাকা সত্ত্বে ও দেহ শুকিয়ে যায়।

➢ বাচালতা।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

2. Acid Acetic
(এসিড এসেটিক)

জ্বরের লক্ষণ:

★ প্রকৃতি: বিলেপী জ্বর, প্রদাহিক জ্বর।

★ শীত: শীত ব্যতীত।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ এসিডাম এসেটিকাম গ্লেসিয়াল, গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড।

➢ খনিজ।

➢ ডা. বেরিজ, ডা. কন্সটেন্টাইন হেরিং।

➢ নিউট্রিশন, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, রক্ত সঞ্চালন, স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

3. Aconitum Napellus
(একোনাইট ন্যাপ)

জ্বরের লক্ষণঃ

★ প্রকৃতিঃ সর্দি জ্বর, প্রদাহিক জ্বর।

★ বিরামঃ স্বল্প বিরাম, বিরামসহ সন্ধ্যায়, বিরামসহ রাত্রে, বিরামসহ শিশুদের।

★ সময়ঃ অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়।

★ শীতঃ শীত ব্যতীত, শীতসহ, শীত শীতভাবসহ, পর্যায়ক্রমে শীতসহ।

★ কম্পনঃ কম্পনসহ, পর্যায়ক্রমে উত্তাপসহ কম্পন, থরথর কম্পনসহ উত্তাপ।

★ ঘামঃ ঘর্মাবস্থা অনুপস্থিত।

★ উত্তাপঃ প্রবল, আভ্যন্তরিক, বাহ্যিক শীত শীতভাবসহ আভ্যন্তরিক উত্তাপ।

★ অঙ্গঃ ঊর্ধ্বগামী উত্তাপ।

★ দেখাদেয়ঃ ঋতুস্রাবের সময়।

★ কারণঃ ক্রোধের ফলে।

★ অবস্থাগুলো পরপর আসেঃ শীতের পর উত্তাপ তৎসহ ঘর্ম, শীতের পর ঘর্মের সাথে উত্তাপ।

★ ইচ্ছা/পছন্দঃ অনাবৃত হতে।

★ অনিচ্ছা/অপছন্দঃ অনাবৃত হওয়ায়।

★ বৃদ্ধিঃ গরম গাত্রাবরণে।

★ হ্রাসঃ অনাবৃত হলে।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ আকস্মিকতা ও ভীষণতা।

➢ মৃত্যুভয় ও অস্থিরতা।

➢ পিপাসা ও জ্বালা।

➢ প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরমের প্রকোপ।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

4. Aesculus Glabra
(ইস্কিউলাস গ্লেবরা)

জ্বরের লক্ষণ:

★ শীত: শীত ব্যতীত।

★ দেখাদেয়: ঋতুস্রাবের সময়।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ মাথার ব্যথা ছাড়াই পূর্ণতা এবং ভারবোধ। খাবারের প্রতি ঘৃণা এবং বমি বমিভাব। সন্ধ্যার দিকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

➢ খোঁড়া বা দুর্বল পিঠের সাথে গাঢ় বেগুনি অর্শ, স্যাক্রাম এবং নিম্ন অঙ্গের দুর্বলতা, নিম্নাঙ্গখোঁড়া। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন। পক্ষাঘাত। পা সংকোচনের প্রবল প্রবণতা।

➢ গলার হঠাৎ জ্বালা থেকে কাশি, পালকের মতো সংবেদন যা গলায় সুড়সুড় দেয়, যার ফলে গলা খাকারি এবং শ্লেষ্মা উঠা।

➢ মলদ্বার শক্ত, গিঁটযুক্ত মল, খুব বেদনাদায়ক। দৃষ্টিশক্তি ম্লান বা হারিয়ে যেতে পারে, চোখস্থির এবং অভিব্যক্তিহীন হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

5. Agaricus Muscarius
(এগারিকাস মস্কোরিয়াস)

জ্বরের লক্ষণ:

★ বিরাম: সবিরাম পুরাতন।

★ সময়: অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়।

★ শীত: শীত শীতভাবসহ।

★ ঘাম: উত্তাপসহ ঘাম হয়।

★ অঙ্গ: উপর অংশে উত্তাপ, ঊর্ধ্বগামী উত্তাপ।

★ বৃদ্ধি: সঞ্চালনে।

★ হ্রাস: সঞ্চালনে।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ অঙ্গ প্রতঙ্গের নর্তন, স্পন্দন বা আক্ষেপ।

➢ মেরুদণ্ডে স্পর্শকাতরতা।

➢ আড়াআড়িভাবে রোগাক্রমণ।
➢ দেহ ঠাণ্ডা বা গরম, সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতি।
➢ স্ত্রী সহবাসে সমুদয় রোগের বৃদ্ধি।
তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

6. Agnus Castus
(এগনাস ক্যাস্টাস)

জ্বরের লক্ষণ:
★ শীত: পর্যায়ক্রমে শীতসহ।
এর সাথে যদি থাকে-
➢ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবাজনিত ধাতুদৌর্বল্য।
➢ অতিরিক্ত হস্তমৈথুন বা পুনঃপুন গনোরিয়াবশতঃ ধ্বজভঙ্গ দোষ।
➢ আত্মহত্যার ইচ্ছা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা।
➢ প্রসূতির স্তনে দুধের অভাব।
➢ নিদারুণ বিষণ্নতা।
তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

7. Ailanthus Glandulosa
(এইল্যান্থাস গ্রান্ডুলোসা)

জ্বরের লক্ষণ:
★ সময়: সকালে
★ অবস্থাগুলো পরপর আসে: উত্তাপের পর শীত।
এর সাথে যদি থাকে-
➢ তন্দ্রালুতা, রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে।
➢ অর্ধ-চৈতন্য, কেউ কিছু বললে বুঝতে পারে না।
➢ অর্ধ-চৈতন্য সহকারে প্রবল বমন, তরল, জলবৎ দুর্গন্ধময় উদরাময়।
➢ অতি দ্রুত, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ অথবা দ্রুত ও বিষম নাড়ী।
তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

8. Allium Cepa
(এলিয়াম সিপা)

জ্বরের লক্ষণ:

★ শীত: পর্যায়ক্রমে শীতসহ।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ নাসিকা হতে ক্ষতকর শ্লেষ্মাস্রাব।

➢ পেটের মধ্যে অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চার।

➢ কানে কটকটানি, পায়ে ঠাণ্ডা লেগে কষ্টকর প্রস্রাব।

➢ অস্ত্রপচারের পর স্নায়ুশূল, প্রস্রাবের পর স্নায়ুশূল।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

9. Allium Sativum
(এলিয়াম স্যাটাইভাম)

জ্বরের লক্ষণ:

শীত: পর্যায়ক্রমে শীতসহ।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ আমিষভোজি অতিভোজনকারী দৃঢ়কায় ব্যক্তিদের এবং ক্ষয়রোগ প্রবণ ব্যক্তিদের পীড়া।

➢ কাশলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হয়।ধূমপানকালে কাশি। পুরাতন কাশি রোগ, প্রচুর পরিমাণে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

➢ উরুতে বাত, হাতের ছাল উঠে যায়। জিহ্বায় যেন একগাছা চুল লেগে আছে সর্বদাই এরূপ অনুভব।

➢ প্রসবের পর ফুল পড়ে না, মুখে মিষ্টি স্বাদ ও লালাস্রাব।

তাহলে এই ওষুধটিই হবে জ্বরের রোগীর জন্য উপযোগী।

10. Aloe Socotrina
(এলো সকোট্রিনা)

জ্বরের লক্ষণ:

★ উত্তাপ: আভ্যন্তরিক।

এর সাথে যদি থাকে-

➢ মলদ্বারের অক্ষমতা ও অসাড়ে মলত্যাগ।